যুগান্তর

তারিখ 20 APR 2009
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৪

এমপিওভুক্তি : প্রতিষ্ঠানের চেয়ে সাংসদদের ডিও বেশি

যুগান্তর রিপোর্ট

সারাদেশে এমপিওভুক্তি (বেতনের সরকারি অংশ) পায়নি এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হচ্ছে ৩ হাজার ২১১টি। অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ইতিমধ্যে এমপিওভুক্তির জন্য সাংসদদের ডিও (ডিমান্ড অর্ডার) জমা পড়েছে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ডিও বেশি হওয়া সত্ত্বেও এখনও সব প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে সুপারিশ জমা পড়েনি। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে সাংসদরা ডিও পাঠালে এ সংখ্যা ১০ হাজার ছাড়িয়ে যাবে। মন্ত্রণালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গত চার বছর ধরে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার এমপিও বন্ধ থাকার পরও প্রায় প্রতিদিনই গড়ে শতাধিক ডিও জমা পড়ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, ২০০৪ সালের পর থেকে এমপিওভুক্তি বন্ধ রয়েছে। যে কারণে সরকার আসার পর এ নিয়ে সরকারের নীতিনির্ধারক পর্যায়ে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়েও চাপ বাড়ছে। সরকার ও বিরোধী দলের প্রায় সব সাংসদ জাতীয় সংসদ অধিবেশন চলাকালে এ ব্যাপারে নোটিশও দিয়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকেও এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। এমনকি ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষামন্ত্রীকেও এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে হয়েছে স্থায়ী কমিটির বৈঠকে। সূত্র জানায়, সরকার ও বিরোধী দলের সাংসদরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রতিদিনই এমপিও দাবি করে ডিও পেটার ইস্যু করছেন। দেখা যাচ্ছে, সাংসদরা একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি মাত্র ডিও দিয়ে ক্ষান্ত হন না। মন্ত্রী-সচিব-মাউশি এমনকি যুগ্ম সচিবের বরাবরও তারা একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য পৃথকভাবে ডিও পাঠাচ্ছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি দফতরে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিগত ৭ কর্মদিবসে (৬ এপ্রিল থেকে ১৯ এপ্রিল) এমপিওভুক্তির আবেদন করে ডিও পেটার এসেছে ৪৬২টি। জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরুর পর থেকেই এ ধরনের আবেদন আসতে শুরু করে বলে ওই সূত্র জানায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এমপিও খাতে মন্ত্রণালয়ে বিগত চার বছর ধরে কোন বরাদ্দ নেই। খাতটি টিকিয়ে রাখার জন্য প্রতি বছর সংশোধিত বাজেটে কেবল ১ লাখ করে টাকা রাখা হচ্ছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গত সপ্তাহে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এমপিওভুক্তির বিষয়টি নিয়ে উচ্চপর্যায়ের একটি বৈঠক হয়েছে। তবে সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। সূত্র জানায়, আগামী ৭ মে অর্থ মন্ত্রণালয়ে আগামী অর্থবছরের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বেশি : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

চার বছর স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার এমপিও বন্ধ থাকার পরও প্রায় প্রতিদিনই গড়ে শতাধিক ডিও জমা পড়ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে

বেশি : প্রতিষ্ঠানের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

চাহিদা নিয়ে বৈঠক করার কথা রয়েছে। সে বৈঠকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এমপিওভুক্তি ছাড়াও আগামী অর্থবছরের মাধ্যমিকের বই বিনামূল্যে প্রদানের বিষয়সহ অন্যান্য ব্যাপারে আপাতত বাজেট দাবি করবে বলে জানা গেছে। সূত্র জানায়, এ দুটি খাতের মধ্যে যোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর এমপিও দিতে প্রায় ৬৩০ কোটি টাকার প্রয়োজন পড়বে। আর বিনামূল্যে বই বাবদ লাগবে প্রায় ৩৭ কোটি টাকা।

প্রসঙ্গত ২০০৪ সালে সর্বশেষ এমপিওভুক্তি বছরে স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৫ হাজার ৪৯০টি, কলেজ ২ হাজার ৩৯৭টি, মাদ্রাসা ছিল ৭ হাজার ৩৪২টি, কারিগরি প্রতিষ্ঠান ছিল ৬৬৩টি, অন্যান্য ৪০৬টি। ওই বছর সর্বাধিক ১ হাজার ৭০২টি প্রতিষ্ঠানকে নতুন করে এমপিওভুক্তি করা হয়। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এ খাতে বাজেটে কোন বরাদ্দ ছিল না। খাতওয়ারি বন্ধ থাকার পরও ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ২৩টি, ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ৭টি এবং ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ৩০টি প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে।